দামুড়হুদায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদায় উপজেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন করা হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলার করোনাকালে অসহায় কর্মহীন হয়ে পড়া ৩১৫ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অসহায় কর্মহীন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন উপজেলা প্রশাসন। এসময় উপস্থিত ছিলেন- দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ এনামুল করীম ইনু।সহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

এসময় উপস্থিত অতিথিরা, বলেন, করোনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সরকারের দেওয়া সকল ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে ।আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার।

এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকার জন্য পরামর্শ দেন আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

মেহেরপুরে নতুন করে ৮৬ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-২

মেহেরপুরে নতুন করে ৮৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৪৩ জন, গাংনীতে ৪০ জন মুজিবনগর ৩ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৬৮টি। তারমধ্যে ৮৬ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৮৭৫ জন। তার মধ্যে সদরে ২৮১ জন, গাংনীতে ৪৯৭ জন এবং মুজিবনগরে ৯৭ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৮৫ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৩৭ জন, গাংনী ২৯ জন ও মুজিবনগরে ১৯ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জনসমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

শৈলকুপা-মাধবপুর ভাঙ্গা সড়কের কালভার্ট ৩ বছরে ও সংস্কার করেনি এলজিইডি দুর্ভোগ

এলজিইডি’র শৈলকুপা-মাধবপুর আঞ্চলিক সড়ক। এ সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন ১০ গ্রামের মানুষের যাতায়াত শৈলকুপা শহরে ও জেলা শহরে। কৃষিপণ্য নিয়ে বাজারে অথবা মাঠে। অথচ ৩ বছরেরও বেশী সময় জনগুরুত্বপূর্ণ এ আঞ্চলিক সড়কটির সীমান্ত বাজার এলাকার কালভার্টটির একটি অংশ ভেঙ্গে প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটলেও সংস্কার ও সতর্কতা মূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহনে টনক নড়েনি ঝিনাইদহের শৈলকুপার এলজিইডি কর্মকর্তাদের।

দামুকদিয়া গ্রামের মজনু মোল্যা জানান, এলজিইডি’র শৈলকুপা- মাধবপুর সড়কটি দিয়ে নাগিরহাট, মাধবপুর, বিষ্ণুদিয়া, লক্ষিপুর, চর লক্ষিপুর, দামুকদিয়া, শিতালী, দল্লিপুর সহ ১০/১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা উপজেলা শহরে ও বিভিন্ন হাট বাজারে পন্য নিয়ে যাতায়াত করে। গত তিন বছর হলো সীমান্ত বাজার এলাকার এ কালভার্টটি ভেঙ্গে জনদূর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানুষ সহ গবাদী পশু এ কালভার্টটি দিয়ে পারাপারের সময় নীচে পরে আহত হয়। অথচ কর্তৃপক্ষের নজরেই আসে না এটা মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করার। শৈলকুপা-মাধবপুর সড়কের পাশের বাসিন্দা নিশান শেখ জানান, মহিষের গাড়ি নিয়ে মাঠে যাতায়াত কালে এক অংশ ভাঙ্গা কালভার্ট পার হওয়ার সময় কয়েকদিন তার হালের মহিষ নীচে পরে আহত হয়। এছাড়া রাতে অচেনা পথচারীরা এ কালভার্টে পরে আহত হয় প্রতিদিন।
সড়কের পাশের অপর বাসিন্দা দামুকদিয়া গ্রামের আবুল কালাম জানান, কয়েক বছর সীমান্ত বাজার এলাকার সড়কের কালভার্টটি ভেঙ্গে পরে থাকলেও কর্তৃপক্ষ মেরামত না করায় এলাকাবাসিরা বাঁশ ও কাঠ দিয়ে কালভার্টের ভাঙ্গা অংশ মেরামত করে ভ্যান ও ছোট যানবাহন চলাচলের উপযোগী করেছেন বলে জানান।
এলজিইডি’র শৈলকুপা উপজেলা প্রকৌশলী রওশন হাবিবের সাথে ভাঙ্গা কালভার্টটি নিয়ে কথা হলে তিনি জানান, কয়েকটি কালভার্ট মেরামতের তালিকা পাঠানো হয়েছে, হয়তো তার মধ্যে শৈলকুপা-মাধবপুর সড়কের কালভার্টটি থাকতে পারে।

বর্শিবাড়িয়া স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ উঠেছে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের যোগসাজসে বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী আবু সাইদ, সহকারী শিক্ষিকা নারগিস সুলতানা (সামাজিক), ফিরোজা খাতুন (ইংরেজী),

একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

স্টুডেন্ট আইডি-৭২৫৭৪৭০২০৩০০০৫, ছাত্রীর নাম মোছাঃ তানিয়া খাতুন, পিতা-মোঃ রবিউল ইসলাম। এর বিপরীতে যে বিকাশ নম্বরটি ব্যবহার হচ্ছে সেটি ০১৭৫২১৮৫৩৭৫। নাম্বারটি ব্যবহার করছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ফিরোজা খাতুন। এবিষয়ে জানতে ফোনে যোগাযোগ করা হলে নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায়। স্টুডেন্ট আইডি-৭২৫৭৪৭০৫০১০৬৩৫, ছাত্রের নাম মোঃ রাজিব আলী, পিতা-মোঃ আশরাফুল হক। এর বিপরীতে যে বিকাশ নম্বরটি ব্যবহার হচ্ছে সেটি ০১৯৯৬৩৪৩৮৮২। নাম্বারটিতে

যোগাযোগ করে রাজিব কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান আমি রাজিব না। তার নাম জানতে চাইলে তিনি তার নাম জানাতে অস্বীকৃতি জানান। ঠিকানা জানান কুষ্টিয়া। বর্শিবাড়িয়া স্কুলের উপবৃত্তির টাকা আপনার বিকাশে কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন আমি কিছু জানিনা আন্দাজে কি বলেন এসব বলে তিনি ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি বলেন, উপবৃত্তির টাকা দিতে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ছাত্র প্রতি ২০০ টাকা করে নিয়েছিলো। আমি তার প্রতিবাদ করলে সেসকল টাকা ফেরত দেয় প্রধান শিক্ষক। পরবর্তীতে আবার ১০০ টাকা করে নিয়েছে ছাত্র প্রতি। যারা এবিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদের নাম বাদও দেওয়া হয়েছে।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন জানান, এ ধরণের অভিযোগের কথা শুনেছি। আমরা উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের বিষয়ে উর্ধতন মহলে জানাবো।

ঝিনাইদহে লটারীর মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে ঘর

হস্তান্তর

‘আশ্রয়নের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে মুজিববর্ষ উপলক্ষে লটারীর মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হস্তান্তর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ও বিকেলে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ও সাধুহাটি ইউনিয়নে সুবিধাভোগিদের মাঝে ঘর হস্তান্তর করা হয়।
লটারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) খান মোহাম্মদ আব্দুল্লা আল মামুন, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন, হরিশংকরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুমসহ অন্যানারা উপস্থিত ছিলেন।

লটারী শেষে ওই দুই ইউনিয়নের নির্মান হওয়া ৩৫ টি ঘর বুঝে দেওয়া হয়। ঘর ও জমি পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন উপকারভোগী পরিবারগুলো।

শৈলকুপায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কোরবানির পশুর হাট

কোরবানীর আর বাকি মাত্র ছয় দিন । এরই মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জমে উঠতে শুরু করেছে ঝিনাইদহের শৈলকুপার কোরবানীর পশুর হাট । আর ঈদকে সামনে রেখে শৈলকুপা ও এর আশপাশের পশুর হাটগুলো পুরোপুরি প্রস্তুত। ১৪ দিন লকডাউনের পর প্রশাসন শৈথিল্যে স্থানীয় খামারীরা পশু হাটে পশু আনতে শুরু করেছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা জানান,এই উপজেলায়

অবস্থিত নির্দিষ্ট পশু হাট ব্যতিত নতুন কোনো পশু হাট বসানো যাবেনা এবং হাইওয়ে সংলগ্ন কোনো পশু হাট থাকলেও তা বসানো যাবেনা। এছাড়া অবশ্যই নিরাপদ দুরত্বে থেকে মাস্ক পরিধান করে সবাইকে পশু হাটে আসতে হবে। প্রতি হাটে মোবাইল কোর্ট যাবে আইন অমান্য করলে তাকে জরিমানার আওতায় আনা হবে।

সরেজমিনে শৈলকুপা উপজেলার তামালতলা পশুহাটে গেলে আলাপ হয় নাদপাড়া গ্রামের শাহিনের সাথে তিনি জানান, তার তিন বছর বয়সের একটি ফ্রিজিয়ান ষাড় গরু বাজারে এনেছেন। ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তবে এখনও কোনো ক্রেতার সাক্ষাত মেলেনি ।

শৈলকুপার মনোহরপুর গ্রামের আব্দুর রহমান জানান, তিনি কোরবানীর জন্য গরু দেখতে এসেছেন দামে পোষালে আজই কিনবেন । তবে এই হাটে পশুর দাম একটু বেশী চাওয়া হচ্ছে।

শৈলকুপা উপজেলায় মোট ৫ টি পশুহাট আছে এগুলো হলো ভাটই বাজার, শৈলকুপা পশু হাট, কাঁচেরকোল (কচুয়া) বাজার ও তামালতলা পশুহাট।

মেহেরপুরে করোনা রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা দিল আকিজ গ্রুপ

মেহেরপুর জেলা এখন করোনার হটস্পট। প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। আক্রান্তের হারও অনেক বেশি। করোনার এই সংকটাপন্ন সময়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পাশে এসে দাড়িয়েছে আকিজ বেকার্স লিমিটেডের ‘বেকম্যানস’ করোনা ওয়ারিয়র্স’।
বুধবার দুপুরে হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে তত্বাবধায়ক ড: রফিকুল ইসলামের হাতে ৪ টি হাইফ্লো নেজেল ক্যানোলাসহ প্রয়োজনী সামগ্রী তুলে দেন আকিজ গ্রুপের ‘বেকম্যানস’স বিস্কুটের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ইব্রাহীম হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী

লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন। এছাড়াও হাসপাতালের চিকিৎসক, সেবিকারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, মেহেরপুর ছোট্ট একটি জেলা। এ নিয়ে হাসপাতালে হাইফ্লো ন্যোজেল ক্যানোলার সংখ্যা দাড়ালো ১৬ টিতে। যা করোনা রোগীদের মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এজন্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও আকিজ গ্রুপকে ধন্যবাদ জানান তারা।

মেহেরপুরে করোনা রোগীর পাশে দারিদ্র বিমোচন সংস্থার (ডি.বি.এস) সমিতি

মেহেরপুর দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডি,বি,এস) এবং পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে অক্সিজেন সিলিন্ডার, ক্যানুলা প্রদান করা হয়েছে । বুধবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে (ডি,বি,এস) ও পিএসকেএস’র উদ্যোগে ১০ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, ক্যানুলা প্রদান করেন দারিদ্র বিমোচন সংস্থার (ডি,বি,এস) এর নির্বাহী পরিচালক ডাঃ আবু জাফর।

করোনা আক্রান্ত রোগীর জীবন বাঁচাতে সরকারি সহযোগীতার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা দারিদ্র বিমোচন সংস্থার (ডি,বি,এস) সমিতি ও (পিএসকেএস) অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে মাস্ক ও হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ কাজ অব্যাহত রেখেছে সংস্থাটি। দারিদ্র বিমোচন সংস্থার (ডি,বি,এস) এর নির্বাহী পরিচালক ডাঃ আবু জাফর বলেন মানুষের এই ক্রান্তিকালে প্রতিটি মানুষকে পাশে দরকার বলে আমি মনে করি।

অক্সিজেনের অভাবে যেন একটি মানুষ মারা না যায় সেদিকে সকলের সহযোগীতা থাকা দরকার। এ ভাবনা মাথায় রেখে করোনা প্রতিরোধে সার্বক্ষনিক কাজ করছে একজন মূমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে (পিএসকেএস)।

জেলা প্রশাসক ড . মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ক্যানুলা সহ অন্যান্য সামগ্রী গ্রহণ করেন।

এসকল সিলিন্ডার ও ক্যানুলা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল , গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হবে। অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্যানুলা সহ অন্যান্য সামগ্রী গ্রহণকালে জেলা প্রশাসক সমাজের বিত্তবানদের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং বেসরকারি সংস্থা দারিদ্র বিমোচন সংস্থার (ডি ,বি ,এস) ও (পিএসকেএস) সমিতি যে উদ্যোগ নিয়েছে তা একটি দৃষ্টান্ত। এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর রহমান , দারিদ্র বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডাঃ আবু জাফর সহ পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মো মোশাররফ হোসেন ।

করোনা রোগীর পাশে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি

করোনা রোগির চিকিৎসার্থে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা সেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেছে বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ড . মুনসুর আলম খান ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রধান উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সেন্টুর হাতে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

করোনা আক্রান্ত রোগীর জীবন বাঁচাতে সরকারি সহযোগীতার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে মাস্ক ও হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ কাজ অব্যাহত রেখেছে সংস্থাটি।

এসময় সেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সেন্টু বলেন, মানুষ বাঁচাতে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি যে উদ্যোগ নিয়েছে তা একটি দৃষ্টান্ত। এদেরমত সরকারি সহযোগীতার পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থাকে এগিয়ে আসা জরুরী।

পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশারফ হোসেন বলেন, মানুষের এই ক্রান্তিকালে প্রতিটি মানুষকে পাশে দরকার বলে আমি মনে করি। অক্সিজেনের অভঅবে যেন একটি মানুষ মারা না যায় সেদিকে সকলের সহযোগীতা থাকা দরকার। এ ভাবনা মাথায় রেখে করোনা প্রতিরোধে পিএসকেএস সার্বক্ষনিক কাজ করছে। একজন মূমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে জেলা প্রশাসক অফিসে ১০ টি এবং উপজেলা ছাত্রলীগকে ১০ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয়। প্রয়োজনে সংস্থার পক্ষ থেকে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-২

পর্ব-১ এর পর থেকে

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এমন কিছু করার পরিকল্পনা করলেন, যা সমাজের মানুষকে তাদের গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। শহরের সবাই যখন চলে গেল উৎসবে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম গেলেন মন্দিরে। যেখানে তার বাবার নিজ হাতে তৈরি বহু মূর্তির অবস্থান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন নানা আকৃতির, নানা ধরনের মূর্তি রাখা। সবার মাঝখানে রাখা ছিল সবচেয়ে বড় মূর্তিটি। যে কিনা ছিল তাদের প্রধান দেবতা। এরা যদি আসলেই মূর্তি না হয়ে দেবতা হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে যদি আমি আক্রমন করি তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। এই বলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বিরাট হাতুড়ি নিয়ে একে একে সব মূর্তি ভাঙতে শুরু করলেন। স্বাভাবিকভাবেই মূর্তিগুলো নিশ্চুপ। যার প্রাণ নেই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে কী করে। একে একে সব মূর্তি ভেঙে তিনি প্রধান মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। একটি ঘর চারপাশে শত শত মূর্তির ভাঙা টুকরো মাঝখানে শুধু একটি প্রকান্ড মূর্তি তার গলায় ঝুলছে এক বিরাট হাতুড়ি। আর তার কিছুদূর সামনে

দাঁড়িয়ে আছেন একজন যুবক। নাম তার ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এবং তাঁর হাত ধরেই পাল্টে যায় গোটা মানবজাতির ইতিহাস। শহরবাসীরা ফিরে এসে হতবাক। তাদের এমন সর্বনাশ কে করল। তারা যখন উৎসবে আনন্দ করছিল তখন কে এসে তাদের সব দেবতাদের এভাবে ধ্বংস করে দিল। একমাত্র আযারের ছেলে ইব্রাহিমই তো এলাকায় ছিল। বাকি সবাই তো তাদের সাথেই এই উৎসবে উপস্থিত ছিল। সবাই মিলে বলল ইব্রাহিমকে ডাকা হোক সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে জানে। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম কে সবার সামনে হাজির করা হলো। এবং জিজ্ঞেস করা হলো এ ব্যাপারে কিছু জানে কিনা।

ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: আমি কি করে জানব, তোমরা বরং তোমাদের বড় দেবতাকে তাকে জিজ্ঞেস করো। হাতুরিটাতো ওর গলায় ঝুলছে। তার কথা শুনে শহরবাসীরা আরো রেগে গেল। এই মূর্তি কি করে বাকি মূর্তিদের ভাঙবে। যখন সে নিজেই নড়তে পারে না। যখন তার কোন প্রাণ নেই। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: তোমরা নিজেরাই যখন জানো এই মূর্তিগুলো জীবিত নয়, তারা স্রেফ পাথর। তাহলে তাদের কেন অযথা প্রার্থনা কর। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এর এই প্রশ্নগুলো সমাজের মানুষদের এতটাই ভাবিয়ে তুললো, যে তারা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

আল্লাহ সূরা আম্বিয়াতে বলেন: এখানে আল্লাহ তাআলার যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তারা তাদের অনুভূতি গুলোকে একেবারে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেন তারা নিজেদের অন্তরের দিকে তাকাল অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা শুনে তারা আসলে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করল। এবং একপর্যায়ে তারা একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করলো। বলতে লাগলো নিশ্চয়ই তোমরা অন্যায় করেছো।

কিন্তু এরপর আল্লাহ বললেন: এই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ হল, এরপর তারা তাদের মাথার ওপর ঘুরে গেল এখানে মূলত আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে পরক্ষনেই তারা তাদের অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে আসলো। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওয়ান এইট্টি ড্রিগ্রি ট্রান নেওয়া। তারা তাদের প্রথা, তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস, পূর্বপুরুষদের রীতিকে প্রাধান্য দিল সত্যকে ঢেকে দিল এবং সবাই সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলে বললো, ইব্রাহিমকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হোক। শহরের সবাই মিলে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে কাঠের এক বিরাট স্তুপ হয়ে গেলো। এরপর তারা সেখানে আগুন জালালো এবং সে আগুন এত প্রকান্ড আকার ধারন করলো যে তারা বুঝতেই পারছিলো না।

যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে কিভাবে। (চলবে…)

সংকলনে: প্রকাশক,মেহেরপুর প্রতিদিন।